The Daily Star
Sunday, April 19, 2020
YOUR RIGHT TO KNOW

Home » Business

12:00 AM, April 19, 2020 / LAST MODIFIED: 12:16 AM, April 19, 2020

Govt should join hands with non-state actors in fight against COVID-19

Suggests the Citizen's Platform for SDGs

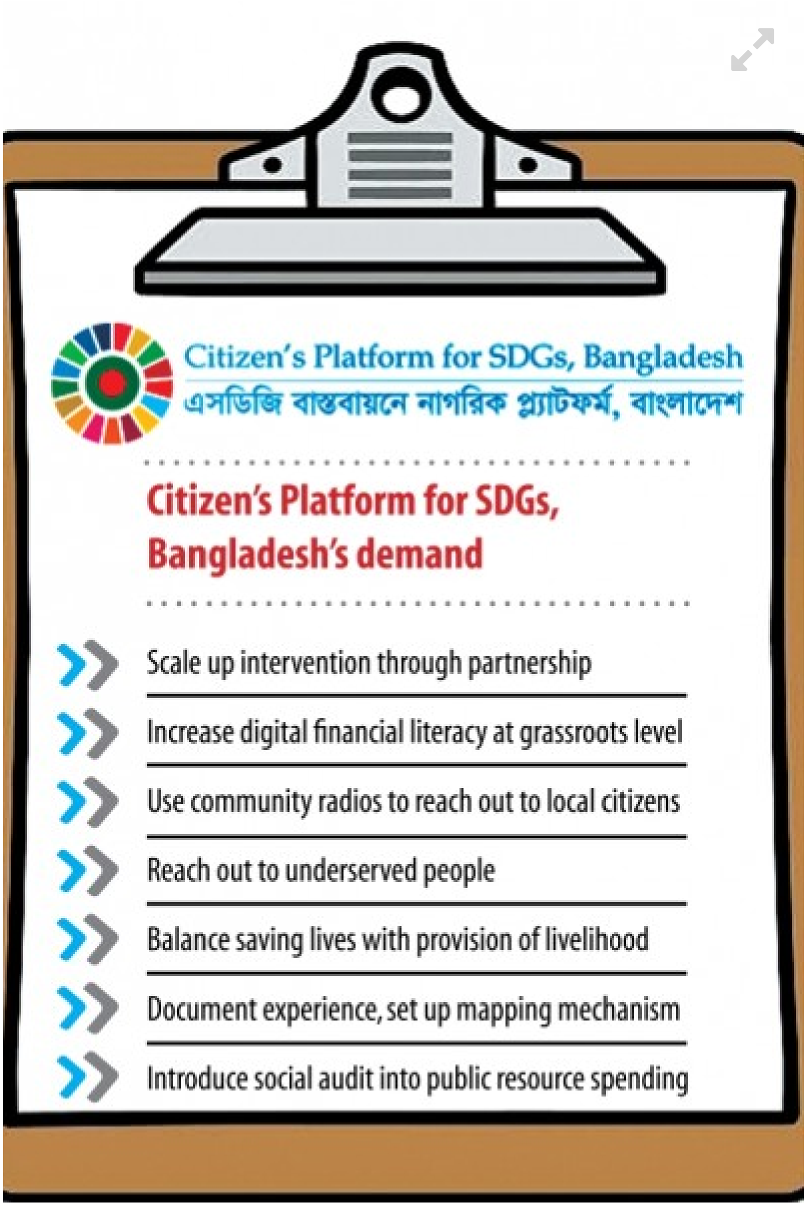

Star Business Report

The government should team up with the non-governmental organisations in its fight against the raging coronavirus as the non-state actors have an appreciable presence across the country, said the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh yesterday.

"While the NGOs are already doing their best in various areas in the fight against coronavirus, the efforts could be significantly scaled up if the government purposefully utilises them," said the platform, which comprises more than 100 non-state actors and their networks and associates.

The government should use this unused strength properly in this national crisis, said Debapriya Bhattacharya, convenor of the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, in a virtual media briefing styled "Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities".

According to the platform, the national strategy rolled out by the government to address the deadly bug that has so far 2,144 and killed 84 does not explicitly identify the non-state actors as partners in dealing with this national emergency.

Although some interactions are coming to pass between the district or upazila and these organisations, there needs to be a policy announcement from the highest level, Bhattacharya said.

"We would like to strengthen the hands of the government," said Shaheen Anam, a core group member of the platform and executive director of the Manusher Jonno Foundation.

Two of the platform's partner organisations started working from the first week of January 2020 to soften the blow of the novel, lethal virus, while most of the partners got engaged by the middle of March, soon after the first confirmed cases of COVID-19 were announced.

An initial estimate indicates that the organisations have committed more than Tk 600 crore to implementing short- and mid-term interventions to deal with coronavirus.

It is becoming increasingly obvious that the unfolding pandemic, along with the immediate visible stress, is going to have a far-reaching impact on Bangladesh's economic performance, social cohesion, environmental sustainability and democratic governance, the platform said in a paper presented by Bhattacharya.

"There is a high possibility that, as a result of this unprecedented pandemic, inequalities and discriminations may further heighten in the country."

These trends may accentuate the entrenched vulnerabilities of the citizens left behind, frustrating the progress made by Bangladesh during the first cycle of the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The protracting shutdown, which began on March 26 and is expected to continue until the end of this month, is creating serious livelihood challenges for income-vulnerable groups.

The so-called lower middle-class people are feeling the pangs of acute economic hardship.

The government needs to work out a targeted cash support infusion strategy to deal with this situation, the platform said.

Due to the total stoppage of transportation, there is a breakdown of the supply chains.

The farmers are the direct victims of this situation, as they are not getting the proper price for their produce, while prices remain high in the markets of the capital.

"The government needs to urgently organise military convoy vehicles to restore the agri-supply chain," Bhattacharya said.

Given the huge amount of public resources being allocated for the marginalised and vulnerable population, it is natural for the government to have the interest to know the level of efficacy of its initiatives, the platform said.

"We are earnestly welcoming all of the stimulus packages. There has to be proper monitoring of the implementation of the stimulus packages but we are not seeing that. So, we doubt whether these assistances would be properly distributed," Anam said.

The coronavirus has unmasked many institutional, social and political weaknesses, said Bhattacharya.

If there were no budget deficit and revenue collection were higher, the government would have been able to give more stimulus.

If there were accountable local government system, rice and wheat theft would not have taken place.

"We are also seeing a lack of coordination in the government. We have to think about the mid-term solutions within the short-term solutions," Bhattacharya added.

Anam also said those who are suspected of getting COVID-19 are also being stigmatised: they are being left unattended and are not being admitted to hospitals.

"We are getting information and news from the field level that returnee migrant workers are being stigmatised."

A common message should be given from the government to save them from stigmatisation, she added.

Rasheda K Choudhury, executive director of the Campaign for Popular Education, also spoke.

ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com

কৃষিপণ্য পরিবহনে সেনা সহায়তা চান ড. দেবপ্রিয়

প্রকাশ | ১৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩:১২ | আপডেট: ১৮ এপ্রিল ২০২০, ১৫:১৯

নিজস্ব প্রতিবেদক,
ঢাকাটাইমস

ফাইল ছবি

প্রাণঘাতী করোনা কারণে এখন দেশ প্রায় অবরুদ্ধ। গণপরিবহন, রেল যোগাযোগ ও নৌপরিবহন বন্ধ থাকায় কৃষিজাত পণ্য পরিবহন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সেনাবাহিনীর সহায়তা চেয়েছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

শনিবার ‘করোনা মোকাবিলায় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের তৎপরতার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রতি সুপারিশ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের যেই সমস্ত সরবরাহ কাঠামো ছিল মাঠ থেকে ভোক্তার কাছে আসা এবং ভোক্তার থেকে এই চাহিদাটা ঠিকমত মাঠ পর্যায়ে জানানো সেটা এখন ভেঙে গেছে। এ কারণে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদকরা বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে যারা রয়েছে তারা খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। আমাদের কৃষি উদ্যোক্তারা যারা আছেন তাদের আর্থিক সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়েছে এবং তারাও এক ধরনের ঋণের জালে আটকে পড়েছেন।

'আমাদের প্রস্তাব হলো সরকারের পক্ষ থেকে খুব দ্রুততার সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে এই কৃষি উদ্যোক্তার কাছ থেকে ফসল শহরে আনা। বিশেষ করে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য একটি পরিবহন চ্যানেল ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা সব ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলবে। সম্ভব হলে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে এগুলিকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় সরবরাহের জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।'

সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কৃষি পণ্য পরিবহনের বিষয়ে করা প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য আসছে। কৃষকের ফসল মাঠে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা এটা পাঠাতে পারছে না। যেহেতু প্রচলিত বাণিজ্যিক কাঠামো , সরবরাহ কাঠামো ভেঙে পড়েছে। সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থায় পণ্যের সরবরাহ চেইন চালু করার কথা বলেছি। সেটা সামরিক ব্যবস্থাপনায় করার ক্ষেত্রে সুবিধা সরকারের আছে বলে আমরা মনে করি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এটা হতে পারে। সেই জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনারও একটা সমন্বয় লাগবে এট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষক পণ্য বিক্রি করতে না পারলে বিপর্যয়ে পড়বে মন্তব্য করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল না হলে কৃষকদের একটা বড় ধরনের বিপর্যয় হয়ে যাচ্ছে । এটা চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি। গণমাধ্যমের বিভিন্ন রিপোর্টেও সেটা এসেছে। করোনা আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুর্বলাতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই আমাদের মধ্যমেয়াদি সমাধানের চিন্তা এই স্বল্পমেয়াদি সমাধানের মধ্যে থেকেই খুঁজে বের করতে হবে।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, কৃষক ফসল ফলাচ্ছে সেগুলো যেন পঁচে না যায়। বিশেষ করে টমেটো, শশা বিভিন্ন রকমের সবজি এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্রিফিংয়ে নিজ নিজ বাসা থেকে সংযুক্ত হন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

(ঢাকাটাইমস/১৮এপ্রিল/জেআর/এমআর)

৪৪, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৪৮৩১৪৯০১, ০২-৪৮৩১৮৮৬৭
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৪৮৩১৮০৪৩
ই-মেইল: editor@dhakatimes24.com, info@dhakatimes24.com
নিউজের জন্য: dhakatimes24@yahoo.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০১২ - ২০২০ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ

আমাদের নতুন সময়
Date:19-04-2020 Page 08, Col 1-4 Size:08 Col*Inc

[১]ত্রাণের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐক্য জরুরি, না হলে ত্রাণ লুটপাট বন্ধ করা যাবে না: ড. দেবপ্রিয়

বিশ্বজিৎ দত্ত : [২] এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায় ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গতকাল শনিবার এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন, বাংলাদেশ সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি অর্জন করেছিল তা কমে যাবে। [৩] দেশে যুবকদের মাদক গ্রহণ বাড়বে, বাল্যবিবাহ বাড়বে, স্কুল যাওয়া শিশুদের হার কমে যাবে, নারীর গর্ভধারণ বাড়বে। এবং যারা গত ১০ বছরে দারিদ্রসীমা থেকে বের হওয়ার পথে ছিলেন তারা দরিদ্র হয়ে যাবে। [৪] তিনি বলেন, করোনায় সরকার বেসরকারি উন্নয়ন কর্মিদের সম্পৃক্ত করছে না। তাদের জাতীয় উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এরজন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

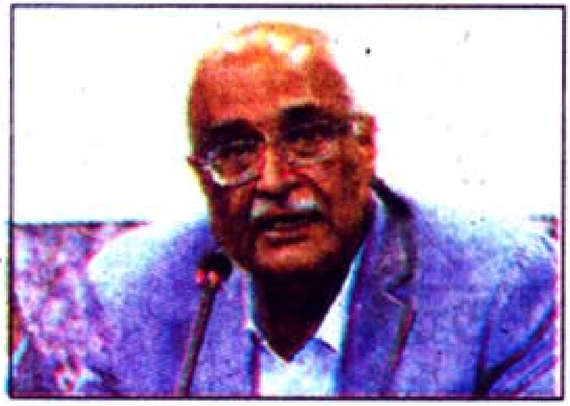

[৫] মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্যও ক্যাশ বরাদ্দ দিতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন হবে জিডিপির ১ শতাংশ বরাদ্দ। প্রতি ২ মাস অন্তর প্রতি মধ্যবিত্তকে ৭ হাজার টাকা করে সহায়তা দেয়া দরকার।
[৭] কৃষিফসল পরিবহনে একটি ন্যাশাল ট্রান্সপোর্ট কনভয় তৈরি করার কথা বলেন। যাতে কৃষকরাও ন্যায্য মূল্য পান আবার স্বাস্থ্য বিধিও রক্ষা হয়। এর দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দিতে সুপারিশ করেন তিনি।
সম্পাদনা : রাশিদ, ইকবাল খান

আমাদের অর্থনীতি

Date:19-04-2020 Page 01, Col 1-3 Size:06 Col*In

[১] করোনা মোকাবেলায় সরকার ও সব বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে একটি ‘জাতীয় কাঠামো’ গড়ে তুলতে ড. দেবপ্রিয়’র আহ্বান

সোহেল রহমান : [২] ‘এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম’-এর আহবায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, করোনা মোকাবেলায় সরকার যে নীতি কাঠামো ও যেসব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে– এর মধ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ব্যক্তিখাত, সামাজিক আন্দোলন এবং সরকার বহির্ভূত যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার মতো কোনো কাঠামো নেই। সরকারের নীতি কাঠামোর মধ্যে এদের সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

[৩] এর ফলে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ আরও জোরদার হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একটি নির্দেশনা আমরা আশা করছি। [৪] তিনি বলেন, সরকার প্রচুর মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তারপরও বেশ কিছু মানুষ এই সুবিধার বাইরে রয়ে গেছেন, যাতে অপর্যাপ্ত সাহায্যের একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

[৫] সরকারি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র চাওয়া হচ্ছে। ভাসমান মানুষদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। ফলে তারা সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

[৬] যাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছায়নি, তাদের তালিকা করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারে।

[৭] তিনি আরও বলেন, সরকার মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূলে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তারা এই আর্থিক লেনদেনের ডিজিটাল সহযোগিতা করতে পারে। সম্পাদনা : ভিক্টর রোজারিও

বণিক বার্তা
Date:19-04-2020 Page:02 Col: 4-5 Size:14 Col*Inc

কভিড-১৯ মোকাবেলার বিষয়ে বক্তারা

বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সমন্বয়ের জন্য জাতীয় কাঠামো দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য কাজ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য ও কৃষি সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নগদ সহায়তা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এসব প্রতিষ্ঠান। তবে বেসরকারি খাতের এসব অবদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গতকাল এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশের আয়োজনে 'কভিড-১৯ মোকাবেলায় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রতি সুপারিশ' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে কভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় নির্ধারণে সরকারের প্রতি সুপারিশসংবলিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্লাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সুপারিশমালাটি এসডিজি প্লাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ ও জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, মহামারীর ফলে সৃষ্ট লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কর্মহীনতা-আয়হীনতার কারণে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা বাড়ছে। লকডাউন পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে এ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা নিশ্চিতকরণে সরকারকে এখন থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশব্যাপী খাদ্যসংকট সৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হলে সার্বিক খাদ্য ও কৃষিপণ্য পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সরকারিভাবে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গঠন করা যেতে পারে। এতে কৃষকও উপকৃত হবেন এবং ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা করা যায়।

ড. দেবপ্রিয় আরো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্ত ও জঙ্গিবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে। লকডাউনের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা বাড়ছে। এসব সমস্যা রোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বাড়তে পারে। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহ রোধে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

সংবাদ সম্মেলনে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশের কোর গ্রুপ সদস্য ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং নাগরিক প্লাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

Dhaka Tribune
Date:19-04-2020 Page:05, Col:1-4 Size:28 Col*Inc

'Fast measures to restore supply chain of agro produce vital'

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh calls for ensuring secure convoys of vehicles to move farm output

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Ibrahim Hossain Ovi

With food supply remaining as a major concern in Bangladesh, which has gone into a lockdown to stem the spread of the coronavirus, Citizen's Platform for SDGs (Sustainable Development Goals), Bangladesh, yesterday urged the government to take prompt measures to organize secured convoy of vehicles to restore supply chain of agricultural produces.

During an online media briefing, it also urged the government to include non-state actors, NGOs (non-government organizations) and their network across the country to implement the government's policy support and bailout packages effectively.

The briefing was titled "Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in Covid-19 Response Activities."

According to reports coming in from different parts of Bangladesh, farmers are counting losses due to low prices of their produce, especially seasonal vegetables, amid the lockdown which began from March 26.

"The supply chain has totally broken down due to the suspension of transportation. Farmers, especially in the North, are the ones hit hardest. They are not getting a fair price for their produce that is perishing while prices remain high in the kitchen markets at the capital," said Debapriya Bhattacharya, convenor of the platform.

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, works to contribute to the delivery of the SDGs and enhance accountability in its implementation process.

The briefing was aimed at presenting the platform's recommendations in the battle against the Covid-19 pandemic.

Suspended transportation amid the lockdown has left the financial viability of agricultural enterprises in tatters, pushing them into indebtedness and poverty, said Debapriya, calling for urgent measures to ensure the supply of farm outputs.

The government has undertaken lots of policy mechanisms and announced bailout packages to combat the economic fallout of the coronavirus, but there's a strong need for integrating the non-state actors for effective and transparent implementation of those measures, according to the distinguished fellow of the think tank, Centre for Policy Dialogue (CPD).

The platform underscored the need for the formation of a national mechanism for effective implementation of government initiatives in collaboration with non-state actors.

Working with the NGOs, which have a vast network within the identified groups, will help the government in reaching out to these groups appropriately.

The government will largely benefit from collaborating with non-state actors conducting awareness campaigns on health and government-announced incentives, listing underserved people, distributing aid to households, and channeling cash assistance to vulnerable families.

The paramount priority now is saving lives and science tells us that the most effective tool now is social distancing, the platform said, before adding there is no scope for underestimating the importance of protective social distancing, including quarantine, isolation, and lockdown.

It identified safeguarding private sector jobs as critical in the face of the economic slowdown. It says the lack of data on MSMEs will create complexities and that ensuring their access to the stimulus packages announced to cushion the coronavirus impact is vital. ●

যায়যায়দিন
Date:19-04-2020 Page:01 Col:6-7 Size:11 Col*Inc

বর্তমানে বাজেট তৈরির পরিস্থিতি নেই: দেবপ্রিয়

যাযাদি রিপোর্ট

করোনাভাইরাসের প্রকোপের ফলে দেশে যে ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে বর্তমানে জাতীয় বাজেট তৈরি করার মতো পরিস্থিতি নেই বলে মন্তব্য করেছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম'র আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

শনিবার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের তৎপরতার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রতি সুপারিশ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে দেশের বেশকিছু স্থানে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের অফিস আদালত বন্ধ করে সবাইকে বাসায় থাকতে বলা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা পিছিয়ে যেতে পারে বলে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শোনা যাচ্ছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে দেবপ্রিয় বলেন, পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বাজেট তৈরির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই মুহূর্তে যে দুর্যোগ পরিস্থিতি চলছে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত মনোযোগ থাকা উচিত পরিস্থিতি মোকাবেলার। এখন যে পরিস্থিতি আছে তাতে বাজেট তৈরির মতো পরিস্থিতি আছে বলে মনে হয় না।

তিনি বলেন, বাজেট বলতে শুধু ব্যয়ের কথা না, আয়ের কথাও চিন্তা করতে হবে। বাজেট নিয়ে স্থিতিশীল চিন্তা করার মতো পরিস্থিতি এই মুহূর্তে নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারপর বাজেট নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

জানা গেছে, বাজেট আইন বা অর্থবিল অনুযায়ী দেশে অর্থবছর শুরু হয় জুলাই মাসে আর শেষ হয় জুন মাসে। সে অনুযায়ী প্রতি বছর জুনের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বাজেটের উপর দীর্ঘ আলোচনার পর সেটা পাস করা হয় জুন মাসের একেবারে শেষের দিকে। সে বাজেট কার্যকর হয় জুলাইয়ের প্রথম দিন হতে। এ বছর করোনাভাইরাসের কারণে বর্তমানে সারাদেশে সরকারি ছুটি চলছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এই ছুটি আরও বাড়তে পারে। এজন্য বাজেট প্রণয়নের প্রস্তুতি বাধার মুখে পড়েছে।

সাধারণ ছুটির মধ্যে সবধরনের প্রাক-বাজেট আলোচনাও বন্ধ রয়েছে। শুধুমাত্র ই-নথির মাধ্যমে অনলাইনে অতি জরুরি কিছু কাজ করছেন অর্থবিভাগের কর্মকর্তারা।

সাধারণত বাজেট প্রণয়নে মার্চ মাস থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে প্রাক-বাজেট আলোচনা করে থাকে। কিন্তু করোনাভাইরাসের মহামারিতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনাও।

কালের কণ্ঠ
Date:19-04-2020 Page:04 Col:1-3 Size:19.5 Col*Inc

নাগরিক প্ল্যাটফর্মে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকারি সহায়তা সবার কাছে যাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকার তাদের সাধ্যমতো মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও বেশ কিছু মানুষ সহায়তার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে ভাসমান মানুষ সরকারি ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থায় বণ্টন ব্যবস্থায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে (এনজিও) সংযুক্ত করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আয়োজিত ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে সংগঠনটির আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন।

তাঁর মতে, অর্থনীতিতে অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে। কারণ দেশে যেসব বৈষম্য ও বঞ্চনা আছে তা করোনাভাইরাসের প্রকোপে আরো বেশি গুরুতর আকার ধারণ করবে। বিশেষ করে বেকারত্ব বাড়ছে। এটি ব্যক্তি খাতের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঋণের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের শ্রমিকদের বেতন দেওয়া কোনো সমাধান নয়। কারণ প্রতিষ্ঠান আয় করতে না পারলে শুধু ঋণের দায়িত্ব নেওয়া কঠিন। এ ছাড়া লকডাউনে যুবসমাজের মাদক ও জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হওয়া রোধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, এই মুহূর্তে লকডাউন বা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান বলে এর থেকে ভালো কোনো প্রতিষেধক এই মুহূর্তে নেই। সুতরাং সরকারের যেসব নির্দেশনা আছে, যেমন জমায়েত না হওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, কোয়ারেন্টিনে থাকা এবং চলাচল না করা—এগুলোকে আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তবে দেশে যেসব বৈষম্য ও বঞ্চনা আছে তা করোনাভাইরাসের প্রকোপে আরো বেশি গুরুতর আকার নেবে।

তিনি বলেন, লকডাউনের ফলে যুবসমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে। এর মধ্যে একটি

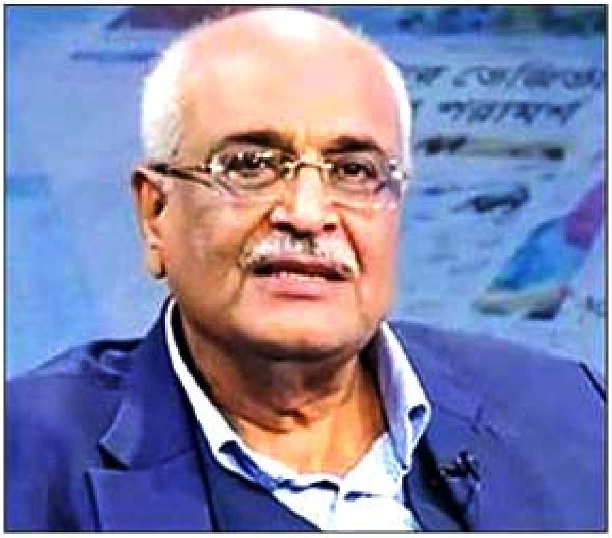

- কম্পানির আয় না হলে ঋণ করে শ্রমিকের বেতন সমাধান নয়
- বণ্টন ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার সুপারিশ

সমস্যা হলো মাদক সেবন বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা। আরো আশঙ্কা রয়েছে বিভিন্নভাবে জঙ্গি মতবাদে আকৃষ্ট হওয়ার। এখান থেকে উত্তরণে সরকারের পক্ষে এখনই বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সামাজিক পর্যায়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে বেশ কিছু অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে এমন মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন, 'যাঁরা স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন আমরা তাঁদের সুরক্ষার কথা বলি। কিন্তু সেই সুরক্ষার কথা আমরা যতটা চিকিৎসকদের জন্য বলি, ততখানি যারা প্যারামেডিক্যাল আছেন, যাঁরা নার্স আছেন তাঁদের জন্য বলি না। আমরা মনে করি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সঙ্গে যাঁরা সহযোগী হিসেবে আছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি আরো গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। না হলে এখানে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।'

প্রথম আলো
Date:19-04-2020 Page:03 Col:2-3 Size: 12 col*inc

বেসরকারি সংস্থাগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগান

সংবাদ সম্মেলনে অভিমত

এসডিজি বাস্তবায়নে গঠিত নাগরিক প্ল্যাটফর্মের নেতারা বলছেন, সরকারের একার পক্ষে করোনা মোকাবিলা অসম্ভব।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

করোনার কারণে দেশের খেটে খাওয়া মানুষের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য দরকার। এ জন্য দরকার বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো। এমন পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সংগঠনগুলোর জোট 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ'। প্ল্যাটফর্মটি সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। এর সঙ্গে ১০০টি সংস্থা জড়িত।

প্ল্যাটফর্মটির পক্ষে গতকাল শনিবার আয়োজিত ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে মূল বক্তব্য দেন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আলোচনায় অংশ নেন সিপিডির আরেক বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নাগরিক প্ল্যাটফর্মের ৪০টি সহযোগী সংস্থা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে করোনা মোকাবিলায় ৬০০ কোটি টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মূল বক্তব্যে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা কাজে আসছে না। কারণ, সব ধরনের পরিবহন বন্ধ থাকায় পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে হলেও গ্রাম থেকে কৃষিপণ্য শহরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আর ব্যক্তি খাতে খাতওয়ারি বিভিন্ন সংগঠন ও চেম্বারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করা দরকার।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে অশনিসংকেতের কথা তুলে ধরে প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে বলা হয়, শুধু চিকিৎসকদের নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে। নার্স, চিকিৎসকের সহকারী, টেকনিশিয়ান, এমনকি পরিচ্ছন্নতাকর্মী যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সুরক্ষার বিষয়েও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

এসডিজি বাস্তবায়নে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের পরামর্শ দেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি মনে করেন, এই ফান্ডের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আনা সম্ভব হবে।

প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনটি করণীয় আছে এখন। প্রথমত, তৃণমূল পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং তৃতীয়ত, সরকারি সহযোগিতা ঠিকমতো ঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে কি না, তা যাচাইয়ে জবাবদিহিমূলক কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। চা-শ্রমিক, চরাঞ্চল ও হাওরাঞ্চলে সরকারি ত্রাণ কার্যক্রম বলতে গেলে যায়নি।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরাসরি আর্থিক সহায়তা অনেক দেশই দিচ্ছে। ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষকে ৮ হাজার টাকা করে দিলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ শতাংশ ব্যয় হবে।

শাহীন আনাম বলেন, অনাবাসী শ্রমিকদের একঘরে করে ফেলা হচ্ছে, বাড়িওয়ালারা চিকিৎসক-নার্সদের বের করে দিতে চাচ্ছেন, নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে— এগুলোর জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বার্তা থাকা উচিত।

সমকাল
Date:19-04-2020 Page:03 Col:1-4 Size:31 Col*Inch

সরকারকে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

এনজিও সহায়তা নিন

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় চলমান সরকারি ত্রাণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে (এনজিও) যুক্ত করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে সহযোগিতার আওতায় আনা সম্ভব হবে। সরকারের কাছে এ সুপারিশ করেছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, গবেষণা সংস্থা এবং বেসরকারি অন্যান্য সংস্থার এ প্ল্যাটফর্ম মনে করে, মহামারির ফলে দেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। এসডিজি বাস্তবায়নের গতি অব্যাহত রাখতে সরকার একটি এসডিজি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে পারে। চলমান অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে যেসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঝুঁকির মুখে পড়বে, তারা এ ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে।

শনিবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব সুপারিশ তুলে ধরেন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে কভিড-১৯-এর মহামারি মোকাবিলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় নির্ধারণে সরকারের প্রতি সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন তিনি। এ সুপারিশমালা এসডিজি প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ ও জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাশেদা কে. চৌধুরী

শাহীন আনাম

মোস্তাফিজুর রহমান

সংবাদ সম্মেলনে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের প্রচেষ্টাকে কীভাবে আরও কার্যকর ও সংহত করা যায় সে জন্য মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, করোনাভাইরাসজনিত এ মহামারি অভাবনীয়, যা গরিব মানুষকে বেশি আঘাত করছে। এর প্রাদুর্ভাব কমে এলে যখন দরিদ্র মানুষ আবার স্বাভাবিক কাজে ফিরবে, তখন তারা যাতে আরও বেশি অভাবগ্রস্ততা, ঋণগ্রস্ততা বা বৈষম্যের শিকার না হন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সামাজিক অন্য সব শক্তিকে একত্রিত করে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে এ সংকটকে মোকাবিলা করতে হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার জন্য একটি জাতীয় কাঠামো তৈরি করতে হবে।

তিনি বলেন, এ মহামারি মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিকল্প নেই। কিন্তু এটা করতে গিয়ে দিনমজুর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ বন্ধ। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমায় তাদের পুষ্টিহীনতা বাড়ছে। করোনার এ কালে কেউ যাতে অনাহারে মারা না যায়, তা নিশ্চিতে সরকারের জরুরি ত্রাণ সহায়তা সঠিক মানুষের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতে সঠিক তালিকা প্রণয়ন এবং সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এনজিওগুলোর সহায়তা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, অনেক মানুষ সরকারি সহায়তা পাচ্ছেন না। সরকারি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভাসমান অনেক মানুষের কাছে তা না থাকায় সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

এনজিও সহায়তা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আদিবাসী, দলিত, তৃতীয় লিঙ্গ, ভাসমান, জেলে-কামার-কুমার, প্রতিবন্ধী, দুর্গম-চর-হাওর অঞ্চলের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য পাচ্ছে না। অনাবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যারা দেশে ফিরে আসছেন, তাদের অনেকেরও সহায়তা দরকার। এসব মানুষকে নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করে, তাদের কাছে এসব মানুষের তালিকা আছে। সরকার, বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা এ তালিকা নিয়ে কাজ করলে সরকারের উদ্দেশ্য আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সংকটকালীন সময়ে বাজার ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ায় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। কারণ কৃষিপণ্য ফসলের মাঠেই নষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিকার প্রয়োজন।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, যারা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সামনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও আছেন। তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে খুব একটা কথাবার্তা হচ্ছে না। করোনা মোকাবিলায় চা বাগানের শ্রমিক, চর-হাওর অঞ্চলের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের সহায়তা কার্যক্রম এখনও চোখে পড়ছে না।

শাহীন আনাম বলেন, সরকারের সহায়তাগুলো সঠিকভাবে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এসব সহায়তা শেষ পর্যন্ত যাতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, এ সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। প্রবাসী শ্রমিকরা, যারা দেশে এসেছেন, তারা সামাজিকভাবে নানা অসহযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। সরকারকে এসব সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সিপিডির পক্ষ থেকে এক কোটি ৭০ লাখ পরিবারকে দুই মাসের জন্য ১৬ হাজার টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারের সহায়তা কার্যক্রমে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করেন তিনি।

BENEATH THE SURFACE
THE BUSINESS STANDARD
Date:19-04-2020 Page:03, Col 1-2 Size:37 Col*Inc

Citizens SDG platform ready to run Tk600 crore aid programmes

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

Its convener Dr Debapriya Bhattacharya said the government's Tk73,000 crore bailout packages were "very important" in tackling the crisis, but were inadequate as the poor would not benefit much from them

The Citizens Platform for Sustainable Development Goals, Bangladesh says 40 of its affiliate organisations are ready to execute about Tk600 crore assistance programmes in addition to the government's stimulus packages to tackle the coronavirus crisis.

Its convener Dr Debapriya Bhattacharya told an online press briefing on Saturday that over a hundred organisations associated with the platform are working in many different ways to handle the crisis.

He called on the government to take effective measures so that no one faced a food shortage during the ongoing lockdown.

The government's relief goods are not reaching marginalised groups, including the homeless, minorities, disabled, transgenders, Dalits, fishermen and Bede, said the public policy analyst.

He also said people living in inaccessible areas, such as the hills, coastal areas, haors (wetlands) and chars (river islands), were excluded from the relief programmes.

"The government should make sure that no one starves to death because of their geographical location and social status."

Debapriya said the government's Tk73,000 crore bailout packages were "very important" in tackling the crisis, but were inadequate.

This is because the poor will not benefit much from them, explained the noted economist.

He added that the common people were not aware of the relief packages and that the level of awareness should be raised further.

"People also have a lack of information on the government's food and financial aid schemes, as well as on how to withdraw cash assistance sent to their banks and mobile phones," he pointed out.

He called on the government to take help from his platform's associate organisations to make people more aware of these programmes.

"In many areas, those distributing relief are asking for national identity cards, something the homeless people do not have. This is how slum dwellers as well as homeless groups are being deprived of relief," Debapriya said.

He said the government could also take the help of non-government organisations working with homeless and handicapped people, if necessary.

Quarantines, lockdowns and social distancing are very important, but these have made earning a livelihood a challenge for the poor, the public policy analyst noted.

Those living from hand to mouth and the low-income groups are now in trouble, he said. | SEE PAGE 4 COL 3

Citizens SDG platform ready to run Tk600 crore aid programmes

CONTINUED FROM PAGE 3

Speaking about job cuts, Debapriya said many factories had initiated retrenchment, and those workers were living a miserable life after their earning source had collapsed.

"Many of them are starving while some are living off their savings. The authorities need to ensure that the masses do not slide into more poverty or debt once the lockdown is lifted," he said.

The transportation shutdown has left the supply chain of agricultural produce in tatters, said Debapriya.

He said field-level producers were not getting a fair price and were losing capital. He also called on the authorities to take special measures to ensure transportation of vegetables from remote areas of the country.

Debapriya believes economic recovery would be very difficult as loan disbursement has come to a halt.

"Suspending instalment payment of small loans in the wake of the pandemic has relieved the poor, but credit disbursement remains halted.

"We need to ensure cash flow if we want small schemes, such as buying rawhides during Eid, to continue," he explained. Debapriya also talked about domestic violence, saying that this has increased in the present situation. He suggested that the women and children affairs ministry as well as the social welfare ministry should take prompt measures in this regard.

More poor children are dropping out of school while child marriage and pregnancy during puberty are also increasing, he said.

"Malnutrition is on the rise because of the shortage of food. The situation will deteriorate if food security is at risk. Also, there is a greater risk of youngsters turning to substance abuse and terrorism during the lockdown," added Debapriya.

He called for increasing social audit to strictly monitor where the government's financial assistance was ending up. "The government is disbursing money, but it should also be interested in checking whether the assistance is actually reaching the people. We will try to form such a structure from our platform and investigate this issue to later inform the government in addition to helping with relief distribution," said Debapriya.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, told the briefing that Bangladeshi expatriates remained virtually ostracised after returning from abroad, and were being socially neglected in many places.The government should ensure a common system for all returnees, she said. "General patients are not getting medical care at present. Doctors and nurses are being forced to move out. The government should take quick measures regarding this," said Shaheen. A former adviser to a caretaker government Dr Rasheda K Choudhury said special attention should be paid to the safety and healthcare of cleaning workers.

Mentioning that private organisations were taking big initiatives to continue education, she said such initiatives should be coordinated.

Professor Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said the CPD had recommended giving Tk8,000 to 1.70 lakh families each per month as assistance. Non-government organisations are also running assistance programmes in addition to that, he said.

Mustafizur said non-government organisations not having microcredit programmes were always in a cash crunch. "The government should provide some assistance to such organisations."

The economist called on the NGO Affairs Bureau to expedite approval for projects under which many non-government organisations were planning to bring-in foreign aid.

"We do not know if the current crisis has reached its peak or if it will do so in the future. We should now zero in on tackling the coronavirus pandemic.

"Budget is not only limited to expenditures. We need to talk about earnings too," he added.

Citizen’s Platform for SDGs seeks role of NSAs in anti-COVID activities

DHAKA, April 18, 2020 (BSS) – Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh today urged the government to set up a national level mechanism through necessary consultation for ensuring participation of non-state actors (NSAs) to fight against COVID-19.

“The non-state actors, given their national-, sectorial- and grassroots-level presence across the economy and society, could be an effective interlocutor between the government agencies and the citizens.

Although some interactions are coming to pass between the district or upazila and these organisations, there needs to be a policy announcement from the highest level in this regard,” said Convener of the Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh Dr Debapriya Bhattacharya at a virtual media briefing.

He said the local government bodies and local administration need to be given explicit instructions and guidelines to cooperate with the activities of the NSAs engaged in anti-COVID-19 activities, and provide adequate attention to the lists, prepared by them, of the underserved people in the locality.

“The local administration may also be advised that the non-state actors, including the research organisations, may be supported in their efforts to monitor and establish the transparency and accountability of the government’s initiatives,” he added.

Dr Debapriya said while the NGOs are already doing their best in various areas in the fight against COVID-19, the efforts could be significantly scaled up if the government purposefully utilises them in a number of areas including conducting health-related awareness, raising awareness about the government-announced incentives, preparing list of underserved people, distribution of relief materials (food) at household level and channelling cash fund to the vulnerable families.

He also called upon the government to draw up a programme to take mobile banking literacy at the grassroots in collaboration with the NGOs through training and capacity building.

“Demand for money transfer through use of cell phone has increased tremendously under the present circumstances. Government has also decided to transfer the announced incentives directly to the intended beneficiaries through mobile money transfer,” he added.

Dr Debapriya underscored the need for setting up a mapping system of anti-COVID activities of the NGOs.

Such mapping system, he said, will strengthen coordination, avoid duplication, reach out to risk-stress areas or communities, disseminate good practices and foster mutual learning.

The Platform will take initiatives to promote such an exercise, he added.

He informed that the partners of the Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh along with their associates are actively dealing with the annihilation and destructions unleashed by COVID-19.

“Two of the Platform’s Partner organisations started their works from the first week of January 2020, particularly through community radio, for improving awareness and sharing information on the crisis.

Most of the Partners got engaged by middle of March 2020 in direct response against the pandemic,” he added.

The major areas of their entanglements in order of importance are the following: awareness; food security; WASH; health; education; employment; agriculture; direct cash support; shelter; legal support; transparency in relief distribution; research

and analysis; transport to affected people and rehabilitation.

One of the major roles of the partners in this context had been establishing linkage between the government's initiatives and the target groups.

Video Gallery ePaper Archive Bangla

Download Apps Android

the daily observer
We stand for people's rights

Sunday, 19 April, 2020, 1:25 PM

Search

CATEGORY

LATEST NEWS

Violence against women up during lockdown amid coronavirus outbreak

Published : Sunday, 19 April, 2020 at 12:00 AM Count : 66

Banani Mallick

A+ A- A

Various forms of violence against women have increased amid the coronavirus outbreak in the country when various parts of it were put under lockdown to prevent and contain the pandemic.
Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said that coronavirus has exacerbated the violence against women and children more than before.
Eminent human rights activist Sultana Kamal said that the situation got worse because of the lockdown as women are not be able to get access to support or escape from the violence.

"We must not forget about the cruel truth of men! This lockdown due to coronavirus has hardly removed their deep rooted seed of masculinity and superiority," she said.

"We receive lots of information regarding domestic violence being orchestrated by men in various parts of the
country. These women folks and children have become vulnerable to these men who have become more ferocious than before due to coronavirus impact," she said.

Eminent economist Debapriya Bhattacharya, said that they are being informed about such violence against women from different parts of the country.

"The men who are used to carry their duties outside and also pass their leisure time outside have now been forced to stay at home posing serious threat to women and children," she said.

Referring to the government's Women and Children Affairs, he said that the respective ministry including Ministry of Social Welfare has to take necessary steps with the help of local administration to prevent such violence, said Dr Debopriya also convener of Citizen Platform for SDG.

However, if we look at the situation of other countries we see that in London, a number of domestic abuse charities and campaigners have reported a surge in calls to helplines and online services since the lockdown conditions were imposed, reflecting experiences in other countries.

Karen Ingala Smith, the founder of Counting Dead Women, a pioneering project that records the killing of women by men in the UK, has identified at least 16 killings between March 23 and April 12, including those of children.

Smith's research shows at least seven people have allegedly been killed by partners or former partners during the period, while three people have been allegedly killed by their fathers.

The committee also heard evidence from Nicole Jacobs, the domestic abuse commissioner for England and Wales.

"I have heard from police about the need to extend the time by which people can report crimes. There are people who are experiencing abuse right now aren't able to call the police because it wouldn't be safe for them," said Jacobs.

Jacobs said services must prepare for the "inevitable surge" of domestic abuse victims seeking support when the lockdown is lifted.

However, the head of the United Nations, Ant�nio Guterres, has appealed for "peace at home" as he described a "horrifying global surge in domestic violence" against women, linked to government-imposed lockdowns amid the coronavirus pandemic.

After making repeated for ceasefires in conflicts around the world, Ant�nio Guterres pointed out that violence is not confined to the battlefield.

"For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest: in their own homes", the UN Secretary General said.

Even before the coronavirus pandemic, the United Nations had warned that a third of women around the world experienced some form of violence in their lives.

দেশ রূপান্তর

আপডেট : ১৯ এপ্রিল, ২০২০ ০০:০০

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের ব্রিফিং

করোনা মোকাবিলায় বাধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনা মোকাবিলায় বাধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে অনানুষ্ঠানিক লকডাউনে আর্থিক ঝুঁকিতে পড়েছে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। কাজ ও উপার্জন না থাকায় খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা বাড়ছে। এই সংকটের সময়ে বিভিন্ন বিশেষায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতায় দেশের বিভিনড়ব স্থানে চলমান সরকারি ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় জবাবদিহি নিশ্চিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে এ কার্যক্রমে যুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া এই মহামারীর কারণে দেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে।

গতকাল শনিবার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আয়োজনে ‘কভিড-১৯ মোকাবিলায় বেসরকারি উনড়বয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের তৎপরতার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রতি সুপারিশ’ শীর্ষক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

সংবাদ সম্মেলনে দেশে কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় নির্ধারণে সরকারের প্রতি সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এই সুপারিশগুলো এসডিজি প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ ও জরিপের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনসহ নানা সরকারি সংস্থা লকডাউনের সময় যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। মূলত সমন্বয়হীনতায় এটি হচ্ছে। এছাড়া বিশেষ গোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রান্তিক অনেকের কাছে পরিচয়পত্র না থাকায় তারা সাহায্য পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সরকারের সমন্বয় থাকা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, দেশে এখন নতুন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। দরিদ্রদের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা থাকলেও নতুনদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন অবস্থায় পণ্যের পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চলমান মহামারীতে বিভিন্ন জেলা থেকে নারী নির্যাতন বাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এটা রোধ করতে নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।

যুগান্তর

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের ব্রিফিংয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সবার কাছে যাচ্ছে না সরকারি সহায়তা

প্রকাশ : ১৯ এপ্রিল ২০২০, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার সাধ্য অনুসারে মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এরপরও বেশকিছু মানুষ সহায়তার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ভাসমান মানুষ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থায় বণ্টন ব্যবস্থায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে (এনজিও) সংযুক্ত করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের শনিবার আয়োজিত ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে সংগঠনটির আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে। কারণ দেশে যেসব বৈষম্য ও বঞ্চনা আছে তা করোনাভাইরাসের প্রকোপে আরও গুরুতর আকার ধারণ করবে। বিশেষ করে বেকারত্ব বাড়বে।

দেবপ্রিয় বলেন, ঋণের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের শ্রমিকদের বেতন দেয়া কোনো সমাধান নয়। কারণ প্রতিষ্ঠান আয় করতে না পারলে শুধু ঋণের দায়িত্ব নেয়া কঠিন। এছাড়া লকডাউনে যুবসমাজের মাদক ও জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হওয়া রোধে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিনা আনাম, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

দেবপ্রিয় আরও বলেন, এ মুহূর্তে লকডাউন বা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান বলে এর থেকে ভালো কোনো প্রতিষেধক এ মুহূর্তে নেই। সুতরাং সরকারের যেসব নির্দেশনা আছে, যেমন- জমায়েত না হওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, কোয়ারেন্টিনে

থাকা এবং চলাচল না করা- এগুলোকে আমাদের অবশ্যই মেলে চলতে হবে। তবে দেশে যেসব বৈষম্য ও বঞ্চনা আছে তা করোনাভাইরাসের প্রকোপে আরও গুরুতর আকার ধারণ করবে।

তিনি বলেন, লকডাউনের ফলে যুবসমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে। এর একটি হল- মাদক সেবন বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিভিন্নভাবে জঙ্গি মতবাদে আকৃষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। সামাজিক পর্যায়ে যেসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে তাদের সঙ্গে এখনই সরকারের যৌথভাবে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, বেকারত্ব বৃদ্ধি ব্যক্তি খাতের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দেবপ্রিয় বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রণোদনা পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ তাদের তথ্য-উপাত্ত সেভাবে নেই। অর্থনীতিতে বেশকিছু অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, যারা স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন আমরা তাদের সুরক্ষার কথা বলি। কিন্তু সেই সুরক্ষার কথা আমরা যতটা চিকিৎসকদের জন্য বলি, ততটা প্যারামেডিকেল ও নার্সরা আছেন তাদের কথা বলি না। সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সহযোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত। না হলে এখানে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে কোভিড-১৯ অবশ্যই বাধাগ্রস্ত করবে এবং খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর সব থেকে বেশি অভিঘাত আসবে। যে ধরনের বৈষম্য, বঞ্চনা আছে সেগুলো আরও বেশি গুরুতর আকার নিতে পারে।

তিনি বলেন, সরকার যে নীতি-কাঠামো ঘোষণা করেছে এবং যেসব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে তার মধ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ব্যক্তি খাত, সামাজিক আন্দোলন এবং সরকারবহির্ভূত যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার মতো কোনো কাঠামো আমরা এখনও পাইনি। সরকারের নীতি-কাঠামোর মধ্যে তাদের সংযুক্ত করার প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এজন্য একটি জাতীয় কাঠামো গড়ে তোলা সমীচীন হবে। এতে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ আরও জোরদার হবে। এজন্য সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একটি নির্দেশনা আমরা আশা করছি। সেই নির্দেশনা স্থানীয় মাঠ প্রশাসনের কাছ থেকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছে অবশ্যই যেতে হবে; যাতে তারা আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে পারে।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে যেসব কাজ করা হচ্ছে, তা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। সেক্ষেত্রে যারা তৃণমূল মানুষকে নিয়ে কাজ করে তাদের ব্যবহার করলে সরকার আরও দ্রুতভাবে এবং কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে। সরকার যেসব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে তার সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া মানুষের ধারণা নেই- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া মানুষের চেতনা বাড়াতে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে পারে। যেসব মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছায়নি তাদের তালিকা করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, সরকার মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করতে চাচ্ছে। যাদের কাছে সেলফোন আছে, তাদের কাছে সব সময় এ আর্থিক সঞ্চালনের সক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে তৃণমূলে আমাদের যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান আছে, তারা এ আর্থিক লেনদেনের ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।

সরকারের সাহায্য সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না- এমন মন্তব্য করে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকার বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এরপরও আমরা দেখছি বেশ কিছু মানুষ এ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। এতে অপর্যাপ্ত সাহায্যের একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র চাওয়া হচ্ছে। যারা ভাসমান মানুষ তাদের কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। ফলে তারা সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ভাসমান মানুষদের কাছে সাহায্য পৌঁছাচ্ছে না; এটি একটি বড় সমস্যা। তারা শহরে বড় একটি সংখ্যা বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। এতে বেদে, কামার, কুমার, যৌনকর্মীরাও বঞ্চিত হচ্ছে।

বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সাহায্য করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে না- এমন মন্তব্য করে দেবপ্রিয় বলেন, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনকে এ দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধীদের দেখভালের কোনো কার্যকলাপ করতে আমরা দেখছি না।

তিনি বলেন, আমরা দেখছি ক্রমেই মানুষ বেকার হচ্ছে। সঞ্চয় হারাচ্ছে। সম্পদ বিক্রি করছে। অনেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। সরকার যে বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রে এ প্রণোদনা কাজে আসছে না। ১০ টাকা কেজির চালও তারা পাচ্ছে না। তারা লজ্জায় প্রকাশ্যে সামাজিক সাহায্যের মধ্যে যুক্ত হতে পারছে না। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা এ মুহূর্তে খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছে।

তিনি বলেন, পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে মাঠপর্যায়ের কৃষকরা খুবই সমস্যায় রয়েছেন। দ্রুত মাঠপর্যায়ের কৃষকের কাছ থেকে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করে ঢাকায় পণ্য আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সব ধরনের নিয়ম-নীতি মেনে সম্ভব হলে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এসব পণ্য ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে তা খুবই প্রয়োজনীয়। তবে এ প্রণোদনা যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি না।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।